যায়যায়দিন

তারিখ 03 MAR 2012
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ২

কুমুদিনী কলেজে পুলিশের লাঠিপেটায় ৩০ ছাত্রী আহত

যায়যায়দি রিপোর্ট

পুলিশের নির্যাতনে টাঙ্গাইলের সরকারি কুমুদিনী মহিলা কলেজের ৩০ জন আবাসিক ছাত্রী আহত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, কলেজ বন্ধ ঘোষণা না করেও শুক্রবার সকালে কলেজ প্রশাসন পুলিশ দিয়ে জোরপূর্বক বের করে দিয়েছে ৬ শতাধিক আবাসিক ছাত্রীকে। অন্যদিকে জেলা প্রশাসক সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়ে শতাধিক ছাত্রীকে হলে ফিরিয়ে নিয়ে কর্তৃপক্ষকে হল চালু করার নির্দেশ দেন।

> উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা সকাল থেকেই কলেজের সামনে উপস্থিত হন

গত বৃহস্পতিবার আবাসিক ছাত্রীরা কলেজ হোস্টেলের অব্যবস্থাপনা, নিম্নমানের খাবার এবং ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনে অধ্যক্ষের অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষকদের অবরুদ্ধসহ দাবি না মানলে আবাসিক ভবনে ফিরে না যাওয়ারও ঘোষণা দেয় তারা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সন্ধ্যার পর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পুলিশ কলেজের মূল ফটকের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। এ সময় ছাত্রীদের হলে ফিরে যেতে বললে ছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের লাঠিচার্জে ছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আবাসিক ভবনে চলে যায়।

ছাত্রীরা অভিযোগ করে, আবাসিক হলেও পুরুষ পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের পেটাতে থাকে। এতে অন্তত ৩০ ছাত্রী আহত হয়। রাতে এ ঘটনা জানাজানি হলে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সকাল থেকেই তারা কলেজের সামনে উপস্থিত হতে থাকে।

এদিকে শুক্রবার সকালে কলেজ বন্ধ ঘোষণা না করেও ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। নির্দেশ না মানায় সকাল ১০টার দিকে পুলিশ দিয়ে ছাত্রীদের জোর করে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়। ছাত্রীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে থাকে। সহপাঠীদের সহযোগিতায় আহত ছাত্রীরা একে একে বের হতে থাকে মূল ফটক দিয়ে।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক এম বজলুল করিম চৌধুরী এবং পুলিশ সুপার একেএম হাফিজ আক্তার কলেজে ছুটে আসেন। এ সময় ছাত্রীরা নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে তাদের কাছে। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার ছাত্রীদের কথা শুনে এ ব্যাপারে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে ছাত্রীদের হলে ফিরে যাওয়ারও পরামর্শ দেন তারা। পরে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার ক্যাম্পাসে গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ নাজির উদ্দিন।